দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান ঘর দখল, চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মৎস আড়ৎ এলাকায় মৃত হাফিজ মালিথার ছেলে বিএনপি নেতা আকবত আলী মালিথার সাইকেলের দোকান রয়েছে। যার দোকান নং ৯৩/১। আকবত আলীর দুইটি স্ত্রী। দুই সংসারে তার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দুই পক্ষেরই দুটি করে ছেলে রয়েছে। আকবত আলীর দোকানের ডানদিকে তার মেজো ছেলের দোকান ও তার বামদিকে ৯৩/২ নং দোকানটি তার আরেক ছেলে আফছার আলী। আফছার আলী এই দোকানটিতে দীর্ঘ বছর ধরে মাছুম সু স্টোর নামে জুতা সেন্ডেলের ব্যাবসা করে আসছেন।

বৃহস্পতিবার তার বাবা আকবত আলী ও তার মেজো ছেলে আনছার আলী হঠাৎ করে আফসার আলীর দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা দখল করে নেন। সেই সাথে আফছার আলীর দোকানের চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেন।

আফছার আলী জানান তার বাবার দুইটা বিয়ে। দুই সংসারে তারা ৪ ভাই ৩ বোন।তিনি তাকে সহ আরেক ভাইকেও দোকানের পজিশন বুঝে দেন।সেই সাথে তিনি নিজের জন্যও একটি বড় দোকান রেখে দেন।দোকান গুলি

৪ ভাই এর নামে লিখে দেবার কথা।আমি বলেছি প্রয়োজনে আপনি সব দোকান একা নেন কিন্তু সকল ভাই এর নামে সমবন্টন করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে সকলে এখানে অধিকার পাই। কিন্তু এখন তিনি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দশ্য বাকি ৩ ছেলেকে দেবেন বলে হঠাৎ করে আজ দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন ও চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দিয়েছেন।যাতে করে তার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

তিনি আরো জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসারে হাল ধরে আছেন । পিতা মাতা সহ ভাই বোনদের দেখা শোনা করে আসছেন,তাদের ওষুধপত্র সব

কিনে দেন।তারপরও ১৫ ফুট চওড়া ২৮ ফুট লম্বা এ দোকানগুলোর মধ্য ইতিমধ্যই মেজো ছেলে আনছার ১০ ফুট দখল করে ব্যাবসা করছে আসছে একবার ব্যাবসার ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বরিশাল পালিয়ে যায়।ভাই বোন কারো দেখাশোনা করেনা।বরং সে বাড়ি এসে দোকান দখল সহ তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকি দিচ্ছে।এ বিষয়ে আফছার কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতিতে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে তার পিতা আকবত আলী মালিথার সাথে কথা বললে তিনি দোকান নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের দাফন সম্পন্ন

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা শাখা) মো: আনোয়ার হোসেন দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাদ জোহর কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা এলাকার ছতিয়ান ঈদগাহ ও গোরস্থানে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

এরআগে বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযা নামাজে কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রমজান আলী আকন্দ, কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হকসহ সকল শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং মুসল্লীরা উপস্থিত ছিলেন। জানাযা নামাজে ইমামতি করেন মাওলানা রুহুল আমিন।

পরিবারসুত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার রাতে বুকে ব্যাথা অনুভব করলে দ্রুত তাঁকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তিনি মারা যান।

সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এই শিক্ষক হাসিখুশি প্রানবন্ত মানুষ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। শিক্ষার্থী ও সকল শিক্ষকদেরও প্রিয় ছিলেন আনোয়ার হোসেন।

পাঠকদের কাছে তিনি নেহাল আনোয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তার কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে। গেলো বছর বইমেলায় তার দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। এবারের বইমেলাতেও একটা কবিতার বই আসার কথা রয়েছে। কিন্তু বড্ড অসময়ে তাঁর চলে যাওয়া কোন ভাবেই মানতে পারছে না তার স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, আনোয়ার হোসেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মেহেরপুরে আন্তঃ শেখ কামাল স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে আন্তঃ শেখ কামাল স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে শেখ কামাল আন্তঃ স্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল জান্নাহ’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জেলা প্রশাসক ড.মুহাম্মদ

মুনসুর আলম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ, এনডিসি গোলাম রাব্বানী, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনি খাতুন, রিফাত জাহান, আবির হোসেন, সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, জেলা ক্রীয়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান, সদর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দীন প্রমুখ।

জেলা পর্যায়ে খেলায় ৩ উপজেলার প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা অংশগ্রহণ করছে।

বিনা টাকায় পুলিশে চাকরি–পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান

চাকরি নয় সেবা’ শ্লোগানে স্মার্ট পুলিশ তৈরি করতে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। পুলিশের চাকরি পেতে টাকা-পয়সা লাগে না। সন্তানের চাকরির জন্য অভিভাবকদের জমিজমা বিক্রি করতে হবে না। কারো কোন তদবিরও লাগবে না। মাত্র ১২০ টাকায় কনস্টেবল পদে পুলিশে চাকরি দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট এবং ২০ টাকার ফরম কিনেই হবে যোগ্য প্রার্থীর চাকরি।

এ কথা বলেছেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান বিপিএম পিপিএম(বার)।

তিনি বলেন, আগামী ২ মার্চ(বৃহস্পতিবার) ঝিনাইদহ পুলিশ লাইনস মাঠে কনস্টেবল পদে লোক নিয়োগ হবে। নিয়োগের সময় অনেকে প্রতারণার শিকার হন। চাকরির জন্য দালাল ধরেন। অনেক সময় দেখা যায় চাকরি দেওয়ার কথা বলে দালালেরা ১০জন প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা গ্রহণ

করে। তাদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে এক/দুইজনের চাকরি হয়ে যায়। তখন দালালেরা চাকরি দিয়েছে বলে দাবি করে এবং চুক্তিকৃত টাকা আদায় করে। এ ধরনের প্রতারণার বিষয়ে সচেতন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান।

সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, বিনা টাকায় পুলিশে নিয়োগের এই বার্তা আপনারা জেলার সব জায়গায় পৌঁছে দেবেন। সরকারি বিধিবিধান অনুযায়ী লাইনে দাঁড়াবেন। কেবল শারীরিক ভাবে যোগ্য,লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাবে। এজন্য ঘুষ ও কোন প্রকার তদবির লাগবে না। যদি কেউ কোথাও চাকরির জন্য টাকা দাবি করে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন।

মেঘনায় ধরা পড়লো ১৬০ কেজির শাপলা পাতা মাছ

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেঘনা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে প্রায় ১৬০ কেজি ওজনের শাপলা পাতা মাছ। ২৮ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে মাছ ব্যবসায়ী ছিদ্দিক বেপারী মাছটি কিনেছেন। এতো বড় মাছ এর আগে মেঘনার কমলনগর অংশে ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ।

বৃহস্পতিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে জেলেরা মাছটি উপজেলার মতিরহাট ঘাটে নিয়ে আসেন। জোয়ারে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছটি ভেসে আসতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের। মাছটি দেখতে উৎসুক জনতা ঘাটে ভিড় জমিয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. খোকন জানান, উপজেলার মোল্লা বাড়ির জেলে হাকিম মোল্লার জালে মাছটি ধরা পড়ে। মাছটি ছিদ্দিক বেপারী ২৮ হাজার ৫০০ টাকায় কিনে নিয়েছে। এটি ঢাকায় পাঠানো হবে।

লক্ষ্মীপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, এটি সামুদ্রিক মাছ। জোয়ারের সময় সাগর থেকে মাছটি নদীতে চলে আসে। তখন জেলেদের জালে মাছটি ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি হওয়ায় ছোট আকারের শাপলা পাতা মাছ প্রায়শই মেঘনা নদীতে ধরা পড়ে। তবে মেঘনার

কমলনগর অংশে এতো বড় শাপলা পাতা মাছ ধরা পড়ার ঘটনা এটিই প্রথম।

তিনি আরও বলেন, বাজারে এ মাছের চাহিদা রয়েছে। বিরল প্রজাতির এই সামুদ্রিক মাছটিকে স্থানীয়ভাবে ‌হাউস মাছ বলা হলেও এর নাম রে ফিন ফিস বা স্টিং ফিস। তবে শাপলা পাতা মাছ নামেই বেশি পরিচিত।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভা কক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবির, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান বৃন্দ।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ দপ্তর প্রাঙ্গনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি ও এলাকা পরিচালক মোঃ জেনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার মোঃ আবু রায়হান, ডিজিএম প্রকৌশলী জ্যোতির মল্লিক, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার চুয়াডাঙ্গা জোনাল অফিস কাজী মোছাঃ আয়েশ সিদ্দিকা সরকার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আলমডাঙ্গা জোনাল অফিস মোঃ আবু হাসান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার গাংনী জোনাল অফিস মোঃ আনোয়ারুল আলম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জীবননগর জোনাল অফিস পংকজ শিকদার, এজিএম মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ ফরহাদ হোসেন, মোঃ হানিফ রেজা, মোঃ শামীম উদ্দিন, মোঃ নাজমুল হক, মোঃ আলমগীর হোসেন, নাজমুন নাহার জেরিন, মোহাম্মদ মুহাইমিনুন ইসলাম, ফ্লোরেন্ডা পারভীন, মোঃ তিতাস হোসেন, মোঃ আবু হেনা শফিক কামাল, নাজিম আহমেদ, মাহমুদ হাসান, মুন্নি আক্তার, সবুজ মোল্যা, মোহাঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী মনিরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল আলম জিহাদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনা বোর্ডের সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক মোঃ গোলাম রসুল, সচিব ও এলাকা পরিচালক মোঃ তুষার আহমেদ, কোষাধাক্কা ও এলাকা পরিচালক ফয়জুল্লাহ হক, এলাকা হামিদুল হক, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোঃ শফিকুল আজম, মহিলা পরিচালক মোছাঃ কামরুন নাহার, রেহেনা পারভীন, শামীমা আফরোজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এজিএম মোঃ তিতাস হোসেন ও ডাটা এন্টি অপারেটর শম্পা রায়।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো চাষের উদ্বোধন

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘সমলয়’ পদ্ধতিতে বোরো চাষ শুরু হয়েছে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নে। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমলয় পদ্ধতিতে ৫০ একর বা ১৫০ বিঘা জমিতে কৃষিযন্ত্রপাতি সহায়তায় সমলয় পদ্ধতির মাধ্যমে চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

কালিদাসপুর ইউনিয়নে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবির হোসেন।

উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবিন হোসেন বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে চাষাবাদের যাবতীয় খরচ বহন করবে সরকার। কৃষক শুধু খেতে পানি ও পরিচর্যা করবেন। এ প্রকল্প থেকে আধুনিক চাষাবাদের ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম খরচে বেশি ফলন ফলানো যাবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলায় প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ১০৩ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমিতে একই জাতের বোরো ধান একই সময়ে আবাদ করা হবে। কৃষকেরা যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে সমবায়ভিত্তিতে বপন, রোপণ ও কর্তন করবেন এই ধান। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘সমলয় চাষাবাদ’।

সমলয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আসাদুল হক মিকা, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক রবিউল হক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে সুপেয় পানির প্লান্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে প্রথম বারের মত সুপেয় পানির প্লান্টের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

বুধবার বেলা ১১ টায় শহরের তাঁতি শেড প্রাঙ্গণে এ প্লান্টন স্থাপন করা হয়। এতে পৌর শহরের প্রায় হাজারো মানুষ শীতল, গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,’ পৌর শহরে সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমবারের মত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্লান্ট থেকে ঠান্ডা,গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।

সুপেয় পানির প্লান্টের স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার নামে স্থাপন করা হচ্ছে। পানির প্লান্ট স্থাপনে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ অর্থ ব্যায় করবে স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার পরিবারবর্গ। প্রতি ঘন্টায় এ পানির প্লান্ট থেকে ২’শ লিটার পানি শোধন করে সাধারণ মানুষ পান করতে পারবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি বাবলু, সাধারণ সম্পাদক রনি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ দত্ত, বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির

সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর প্রকৌশলী আসাদ, সুমন, রুহুল, জয় বিশ্বাস, কাসিয়া প্রসাদ আগরওয়ালা, সুশিল কুমার ভৌতিকা, পবন কুমার ভৌতিকা, অমিত কুমার ভৌতিকা, সুমিত কুমার ভৌতিকা, বাপ্পি, বিপুল, হৃত্তীক প্রমূখ।